যুগান্তর
মঙ্গলবার, ২৫ শ্রাবণ ১৪১২ Tuesday, 9 August, 2005

চাকরিদাতা ও প্রার্থীদের মিলনমেলা

চাকরি মেলা

দেশের খ্যাতিমান ২০টি কোম্পানির জন্য বিভিন্ন বিষয়ে ৩০০টি পদে সরাসরি যাচাই ও নিয়োগের প্রধান আকর্ষণ নিয়ে আয়োজন ছিল জব ফেয়ারের।

চাকরিদাতা ও চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে সমন্বয়ের একটি ইতিবাচক কার্যক্রম এই জব ফেয়ার। এই ফেয়ার বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের শ্রমবাজারের প্রকৃতি, চাহিদা ও সমস্যা এবং সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয়সমূহ চাকরিদাতা ও চাকরিপ্রার্থীদের কাছে উপস্থাপন করা সহজ হবে। কর্মবাজারের প্রসার, মানোন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ও সুস্পষ্ট হবে। এর মাধ্যমে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের উপযোগী জনশক্তি বিনির্মাণের সুযোগ সৃষ্টি হবে। আমাদের মতো অনুন্নত দেশে এ কাজ নিঃসন্দেহে কঠিন। কিন্তু উন্নয়নের জন্য এ পথ অতিক্রম করা ছাড়া বিকল্প নেই।

কার্যক্রম : এই ফেয়ারে চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠানসমূহ সরাসরি চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে থেকে নিজেদের জন্য যোগ্যপ্রার্থী বাছাই করার এবং হাতে হাতে চাকরির নিয়োগপত্র প্রদানের সুযোগ পাবে। চাকরিদাতা ও চাকরিপ্রার্থীদের তালিকা তৈরি, চাহিদা অনুযায়ী যাচাই-বাছাই, টেস্ট/ইন্টারভিউ ইত্যাদি গ্রহণের সহায়ক সকল আয়োজনের প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে।

অসহনীয় বিব্রতকর অবস্থার শিকার এই মধ্যবিত্তের একদিকে যেমন কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতা, তেমনি রয়েছে সামাজিক নিরাপত্তার অভাব। এর অভাব সর্বত্র, দেশজুড়ে। শিক্ষিত যুবশক্তি এখন দ্বিধাগ্রস্ত। জীবন ও মূল্যবোধের বিকৃত ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে অধিকাংশই।

প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে ইচ্ছুক থাকা সত্ত্বেও যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাওয়া যায় না, এমন অবস্থাকে অর্থনীতিতে বেকারত্ব বোঝায়। ১৫-৩৫ বছর বয়সীদের মধ্যেই বেকারত্বের মাত্রা বেশি। প্রতিবছর প্রায় ২৭ লাখ নতুন মুখ কর্মবাজারে প্রবেশ করছে। কিন্তু কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে মাত্র ৭ লাখ। প্রাপ্ত তথ্যমতে, গত দশ বছরে দেশে কর্মসংস্থান হয়েছে সরকারি খাতে ৪ শতাংশ এবং বেসরকারি খাতে ৯৫.২ শতাংশ। আবার বেসরকারি খাতের ৮০.৮ শতাংশ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে। এই সময়ের যুব জনসংখ্যা ১০.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও কর্মসংস্থান বেড়েছে মাত্র ০.২ শতাংশ হারে।

আমাদের দিশেহারা এই শ্রমবাজারকে ক্রমে উন্নতির দিকে এগিয়ে নেয়া অসাধ্য নয়। অপর্যাপ্ত হলেও একটি পুঁজিবাজার রয়েছে। পরিচর্যা ও পৃষ্ঠপোষকতা পেলে এর উজ্জীবন সম্ভব। প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে উর্বর মাটি, মিঠা পানি, মৎস্য সম্পদ ও খনিজ সম্পদ উল্লেখযোগ্য হারে বিদ্যমান রয়েছে। কাজে আগ্রহী জনসংখ্যার প্রাচুর্য রয়েছে। কিন্তু দক্ষতার অভাবে

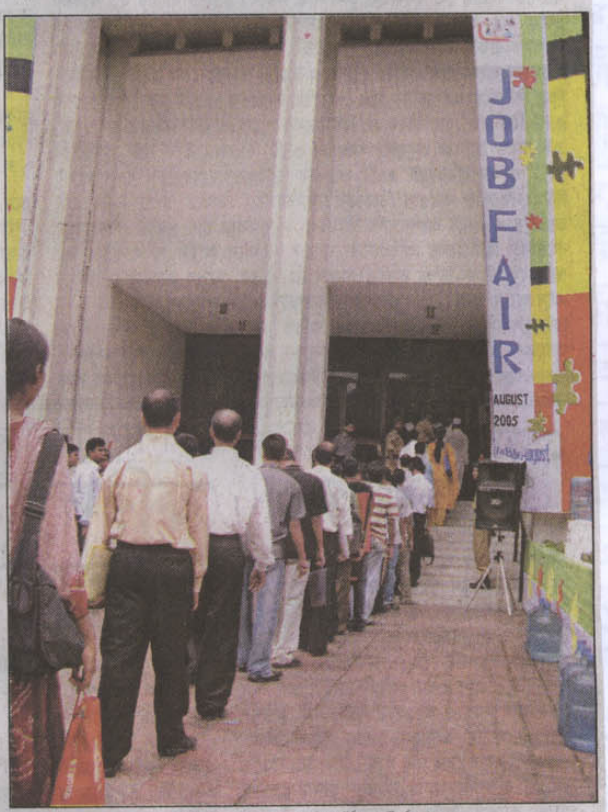

মেলার প্রবেশদ্বারে চাকরিপ্রার্থীদের দীর্ঘ লাইন

এটাকে সম্পদে পরিণত করা সম্ভব হচ্ছে না। পৃথিবীর অনেক দেশের তুলনায় আমাদের এই অনেক কিছু থাকার পরও প্রধানত রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার ও সিদ্ধান্তহীনতার কারণে আমাদের সম্পদগুলো সমৃদ্ধির সহায়ক হতে পারছে না। কেউ করে দেবে– প্রচলিত এই ধারণা আমাদের সম্ভাবনাকে স্থবির করে রেখেছে।

একটি জাতীয়ভিত্তিক উদ্যোগের প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপন করতে আজকের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন একদল অনুঘটকের। আজ প্রয়োজন আত্মপ্রত্যয়ী উদ্যোক্তার। জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে পরিণত করার উদাহরণ আজকের চীনের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে। দক্ষতার বিকল্প নেই। দক্ষতা ছাড়া সমৃদ্ধি সম্ভব নয়। ধন্যবাদ উদ্যোক্তাদের।